জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৬ তম সভার কার্যবিবরণী

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৬ তম সভা ২৩ মার্চ, ২০১৭ বিকাল ২.০০ ঘটিকায় ডঃ মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসির ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। জনাব মো: ইকবাল, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, গাজীপুর, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ১: জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৫ তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৫ তম সভা ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ডঃ আবুল কালাম আযাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২১ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ২৪৬৭(২০) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যবৃন্দের নিকট বিতরণ করা হয়। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন লিখিত মতামত পাওয়া যায়নি এবং অদ্যকার সভায় কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৫ তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়: ২ঃ আমন ২০১৬-১৭ মৌসুমে ধানের হাইব্রিড জাতের ফলাফল পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জানান যে, আমন/২০১৬-১৭ মৌসুমে ৯টি বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান হাইব্রিড ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য মোট ১৬টি ধানের হাইব্রিড জাতের বীজ জমা প্রদান করেছেন। যা নিম্ন ছকে দেয়া হলো।

১ম বর্ষ = ৯ টি

ক্র নং	কোম্পানীর/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	উৎস/দেশ	মন্তব্য
১	Ispahani Agro Limited	ইস্পাহানী-৭ (IS-৭)	নিজস্ব	১ম বর্ষ
২	সিনজেনটা বাংলাদেশ লি.	সিনজেনটা এস ১২০৩(RH৬৬৪+)	ভারত	১ম বর্ষ
৩	সিনজেনটা বাংলাদেশ লি.	সিনজেনটা এস ১২০২(RH৯০০০)	ভারত	১ম বর্ষ
৪	অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড	KBP 11 (Sava-200)	ভারত	১ম বর্ষ
৫	অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড	KBP 12 (Sava-100)	ভারত	১ম বর্ষ
৬	Supreme Seed Company Limited	হাইব্রিড হীরা-২০(SHD-৩৪৫)	নিজস্ব	১ম বর্ষ
৭	কৃষি বানিজ্য প্রতিষ্ঠান	KBP 6 (AVA 1)	চায়না	১ম বর্ষ
৮	কৃষি বানিজ্য প্রতিষ্ঠান	KBP 5 (AVA 3)	চায়না	১ম বর্ষ
৯	থ্রি এস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড	SAVA 127	ভারত	১ম বর্ষ

২য় বর্ষ ৭টি

ক্র নং	কোম্পানীর/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	উৎস/দেশ	মন্তব্য
1	Winall Hi-Tech Seed Company Ltd.	Win-506	চায়না	২য় বর্ষ
2	Winall Hi-Tech Seed Company Ltd.	Win-208	চায়না	২য় বর্ষ
3	BABYLON Agriscience Ltd.	Babylon Hybrid Dhan-4 (KPH-1)	ভারত	২য় বর্ষ
4	BABYLON Agriscience Ltd.	Babylon Hybrid Dhan-5 (KPH-2)	ভারত	২য় বর্ষ
5	এসি আই লিমিটেড	ACI -4(BR-310)	চায়না	২য় বর্ষ
6	এসি আই লিমিটেড	ACI-444(Winall-14)	চায়না	২য় বর্ষ
7	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট	ব্রি হাইব্রিড ধান ৬	ব্রি গাজীপুর	২য় বর্ষ

উক্ত ধানের হাইব্রিড জাতের সাথে নির্ধারিত চেকজাতসহ ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য গোপনীয় কোড প্রদান করে প্রেরণ করা হয়। কোড নম্বর (H- ১১৪৯ থেকে H-১১৬৬) মোট ১৮টি জাতের মাঠ মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। সকল সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে সভায় গোপনীয় কোড উন্মুক্ত করা হয় । **প্রস্তাবিত ১৬টি জাতের** ফলন বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন যে, আমন ধানের হাইব্রিড ট্রায়ালে চেকজাতের চেয়ে ফলন ২০% বেশী হওয়ায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে ১ম ও ২য় বর্ষে অনফার্ম ও অনষ্টেশনে একই সাথে ৩টি অঞ্চলে ২০% বা তার অধিক heterosis পাওয়ায় শুধুমাত্র বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের ১টি জাত (১ম বর্ষ H- ১০৬২ ও ২য় বর্ষ H- ১১৫৪) নিবন্ধনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের ১টি জাত (১ম বর্ষ H- ১০৬২ ও ২য় বর্ষ H- ১১৫৪) ৩টি অঞ্চলে (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও যশোর) heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় ৩টি অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ব্রি হাইব্রিড ধান ৬ নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

শর্ত ১ ঃ প্যাকেটের গায়ে বীজ উৎপাদনের বছর ও প্যাকিং এর তারিখ উল্লেখ করতে হবে। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত ২ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধণ করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখপূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

আলোচ্য সূচী: ৩ **বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২টি আমনের নতুন জাত ক) BR 9159-8-5-40-14-57 ও খ) BR7697-15-4-4-2-2 যথাক্রমে ব্রিধান ৭৯ ও ব্রি ধান ৮০ হিসেবে ছাড়করণ।**

ক) BR 9159-8-5-40-14-57 (প্রস্তাবিত ব্রি ধান৭৯)

ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি ধান৪৯ এবং ব্রি ধান৫২ এর সংকরায়নের মাধ্যমে Marker Assisted Selection পদ্ধতিতে BR9159-8-5-40-14-57 কৌলিক সারিটিতে জলামগ্নতা সহিষ্ণু জিন সন্নিবেশিত করে উদ্ভাবন করা হয়। এ জাতের ডিগপাতা খাড়া ও লম্বা। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর কুশিগুলো গাছের গোড়ার দিকে ঘনভাবে সন্নিবেশিত । পূর্ন বয়স্ক গাছের উচ্চতা প্রায় ১১২ সেঃ মিঃ। এ জাতের জীবনকাল বন্যামুক্ত পরিবেশে ১৩৫ দিন। ১০০০ টি পুষ্ট চালের ওজন প্রায় ২২.৫৯ গ্রাম। জাতটির চাল লম্বা ও মাঝারী চিকন এবং ভাত ঝরঝরে রং সাদা। এ জাতের রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয় । উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাত এর ফলন হেক্টরে ৫.৫ টন থেকে ৭ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

প্রচলিত জাতের তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য দেশের আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ১৮ থেকে ২১ দিনের আকস্মিক বন্যায় ডুবে থাকলে এবং বন্যার পানি সরে যাওয়ার পরে ১৫-২০ দিনের মাঝারি মাত্রায় (৫০-৬০সে.মি.) জলাবদ্ধতা থাকলে ব্রি ধান৫১ এবং ব্রিধান ৫২ এর ফলন অনেক কমে যায় কিন্তু এই কৌলিক সারিটি এ অবস্থায়ও ৪.০-৪.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম।
উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ আমন মৌসুমে ঢাকা, সিলেট ও রংপুর এর ৩ টি অঞ্চলের ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৭টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ৩টি স্থানে জলমগ্নতা ও জলাবদ্ধতা সহনশীলতার উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়া যায়নি বিধায় মূল্যায়ন দল কর্তৃক কোন মতামত প্রদান করা হয় নি। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (উটঝ ঞবংঃ) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে । প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত ব্রি ধান৫২ থেকে মোট ৩টি বৈশিষ্ট্যের (Pubescence of blade, 1000 fully develop grins weight, shape) স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

খ) BR 7697-15-4-4-2-2 (প্রস্তাবিত ব্রি ধান৮০)

ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট IR 65610-105-2-5-2-2 এবং IR67423-208-6-2-3-3 নামক জেনোটাইপের সাথে সংকরায়নের করে বংশানুক্রম সিলেকশনের (Pedigree selection) মাধ্যমে উদ্ভাবিত। পূর্ন বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১২০ সে. মি.। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৬.২ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি মাঝারি লম্বা ও মোটা এবং সুগন্ধি থাকায় বিদেশে রপ্তানীযোগ্য।
প্রচলিত জাতের তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য : এই জাতের জীবনকাল ব্রি ধান৩৭ এর চেয়ে ১০-১৫ দিন কম এবং ধান লম্বা ও সামান্য মোটা। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। এ জাতটির হেক্টরে ৪.৫-৫ টন ফলন পাওয়া যায়। এই জাতের রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম ।

উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ আমন মৌসুমে দেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, খুলনা, ও রাজশাহীর ৬টি অঞ্চলের ৯ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ৯টি স্থানের মধ্যে ৮টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে, ১টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (উটঝ ঞবংঃ) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে । প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত ব্রি ধান৭০ থেকে মোট ৬টি বৈশিষ্ট্যে (lemma colour, stem colour, colour of tip of lemma, awn in spikelet, panicle exertion,1000 fully develop grins weight) স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।
আলোচনার শুরুতেই সভাপতি মহোদয় ধানের ২টি প্রস্তাবিত জাতের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানান। ড. খোন্দকার মো: ইফতেখারুদ্দৌলা, পিএসও, ব্রি, গাজীপুর পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৭৯ এর বন্যা প্রবন এলাকায় জলমগ্নতা বিষয়ে সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে,প্রস্তাবিত জাতটি জলমগ্নতা সহিষ্ণু ব্রি ধান ৫২ এর চেয়ে এক সপ্তাহ জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে। এ ব্যাপারে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জানতে চান যে, প্রস্তাবিত জাতটি চারা লাগানোর কতদিন পর পানিতে ডুবে গেলে পুনরায় ভাল ফলন দিতে সক্ষম। এবিষয়ে পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, অঙ্গজ বৃদ্ধি থেকে থোর আসার সময় পর্যন্ত জলমগ্ন হলে পুনরায় ভাল ফলন দিতে সক্ষম। প্রস্তাবিত জাতটির ব্যাপারে উপস্থিত সকল সদস্যগণ ছাড়করণের পক্ষে মত পোষন করেন।
প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৮০ বিষয়ে ড. তমাল লতা আদিত্য, সিএসও ও বিভাগীয় প্রধান , উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি আলোক সংবেদনশীলতা কম থাকায় ১৩০ দিনের মধ্যেই পরিপক্ক হয় এবং পরবর্তী রবি শস্য চাষে কোন সমস্যা হয়না । এছাড়া জাতটি সুগন্ধি থাকায় বিদেশেও রপ্তানীযোগ্য। প্রস্তাবিত জাতটির বিষয়ে বিএডিসি, প্রতিনিধি ড. মো: রেজাউল করিম,যুগ্ম পরিচালক, বিএডিসি বলেন যে, একটি অঞ্চলে Sheath blight রোগের আক্রমন বেশী হলেও অন্যান্য গুন ভাল থাকায় ছাড়করণের সুপারিশ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, মাঠ মূল্যায়ন দলের ডাটা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, জাতটি চেক জাত থেকে ভাল। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত কৌলিক সারি ক) **BR৯১৫৯-৮-৫-৪০-১৪-৫৭** *ও খ)* **BR৭৬৯৭- ১৫-৪-৪-২-২***যথাক্রমে ব্রিধান৭৯ ও ব্রি ধান৮০ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।*

আলোচ্য সূচী :৪ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত পাটের ২টি ক) **MG1** *ও খ)* **BJC 5003** *যথাক্রমে বিজেআরআই তোষা পাট-৭ ও বিজেআরআই দেশী পাট-৯ হিসেবে ছাড়করণ।*
গ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত মেস্তার ১টি কৌলিক সারি **SAMU-৯৩**, *বিজেআরআই মেস্তা -৩ এর জাত হিসেবে ছাড়করণ।*

ক) MG1 (প্রস্তাবিত বিজেআরআই তোষা পাট-৭)

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্ণণামতে, প্রস্তাবিত বিজেআরআই তোষা পাট-৭ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক প্রস্তাবিত নতুন জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল ও অধিক ফলনশীল । এ জাতটি উগান্ডা থেকে সংগৃহিত জার্মপ্লাজম সমূহ থেকে বিশুদ্ধ সারি নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। গাছ লম্বা , গাঢ় মসৃন ও দ্রুত বর্ধনশীল। ও- ৯৮৯৭ জাতের চেয়েও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কান্ড, পাতা, উপপত্র গাঢ় সবুজ , পাতা লম্বা ও বর্শাফলাকৃতি। বীজের রং নীলাভ সবুজ যা ওএম-১ জাত থেকে ভিন্ন রঙের (অনুজ্জ্বল খয়েরী)।
উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুরসহ ৪টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় পপুলেশন ৩.৩ লাখ/হেক্টর, গাছের উচ্চতা ৩.৫৮ মিটার, বেসাল ডায়ামিটার ১৮.২৫ মি.মি.। অপরদিকে চেকের গড় পপুলেশন ২.৯২ লাখ/হেক্টর, গাছের উচ্চতা ৩.৩৩ মিটার, বেসাল ডায়ামিটার ১৬.৬৯ মি.মি.। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে । বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত ওএম-১ থেকে ৪টি বৈশিষ্টে, (Leaf length breadth, leaf shape, seed coat colour, 1000 seed weigth) স্বাতন্ত্রতা পাওয়া গিয়াছে ।

খ) BJC-5003(প্রস্তাবিত বিজেআরআই দেশী পাট-৯)
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্ণণামতে, প্রস্তাবিত বিজেআরআই দেশী পাট-৯ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশী পাটের একটি উন্নত জাত। নাবী বপনযোগ্য দেশী জাত সিভিএল-১ এর সাথে ধবধবে আশঁ এবং নীলাভ বীজের দেশী পাটের জার্মপ্লাজম Acc.১৮৩১ এর সংকরায়নের মাধ্যমে এই জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। কান্ড সবুজ, পাতার বোঁটার উপরিভাগ হালকা লাল রং এর এবং পাতা বল্লমাকৃতি। প্রচলিত জাতের তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য:স্বল্পমেয়াদী জাত, কান্ড সবুজ,

পাতার বোঁটার উপরিভাগ হালকা লাল রং, পাতা বল্লমাকৃতি এবং হলুদ মাকড়ের আক্রমণ সহিষ্ণু। তিন/চার-ফসলা শস্যক্রমে ব্যবহার উপযোগী।

উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুরসহ ৪টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় পপুলেশন ৩.৩ লাখ/হেক্টর, গাছের উচ্চতা ৩.৪০ মিটার, বেসাল ডায়ামিটার ২১.৪১ মি.মি.। অপরদিকে চেকের গড় পপুলেশন ২.৯৮ লাখ/হেক্টর, গাছের উচ্চতা ৩.১ মিটার, বেসাল ডায়ামিটার ১৯.৯৫ মি.মি.। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত সিভিএল-১ থেকে ৫টি বৈশিষ্ট্যে (stipule colour, Leaf length breadth, leaf shape, pigmentation of flower bud, 1000 seed weigth) স্বাতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

গ) SAMU-৯৩ (প্রস্তাবিত বিজেআরআই মেস্তা-৩)

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্ণণামতে, প্রস্তাবিত বিজেআরআই মেস্তা-৩ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পাটের মতই আঁশ উৎপাদনকারী মেস্তার (*Hibiscus sabdarifa* L.) একটি উন্নত জাত। এ জাতটি Malvaceae" পরিবারের অর্ন্তভুক্ত। গাছের উচ্চতা প্রায় ৭.৩২ ফুট। এ জাত উচু, মাঝারি উচু, খরা পীড়িত চরাঞ্চলের পতিত বেলে জমি ও শুস্ক অঞ্চলের প্রান্তিক জমিতে বপন উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। খরা সহনশীল ও নেমাটোড প্রতিরোধী। এ জাতটি শিকড়ে গিট রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

সম্পূর্ণ মসৃণ ও দ্রুত বর্ধনশীল এ জাতের কান্ড, পত্র ও উপপত্র গাঢ় সবুজ, যা এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত মেস্তা জাত সমুহ থেকে সম্পুর্ন আলাদা। ফলে মসৃণ মেস্তার এ জাতটি পূর্বাপেক্ষা জাতসমূহ থেকে কৃষকের নিকট অধিক পছন্দনীয়।

উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম,খুলনা,ও রংপুরসহ ৪টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় পপুলেশন ৩.০৮ লাখ/হেক্টর, গাছের উচ্চতা ২.২৩ মিটার, বেসাল ডায়ামিটার ১৬.৭ মি.মি.। অপরদিকে চেকের গড় পপুলেশন ২.৪২ লাখ/হেক্টর, গাছের উচ্চতা ১.৭৫ মিটার, বেসাল ডায়ামিটার ১৩.৮ মি.মি.। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত এইচএস-২৪ থেকে ৯টি বৈশিষ্ট্যে (stem colour, Pubescence, Leaf colour, texture, pubescence, flower colour, pigmentation of fruit, fruit pubescence, 1000 seed weigth) স্বাতন্ত্রতা পাওয়া গিয়াছে।

আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিকে তাদের প্রস্তাবিত পাট ও মেস্তা জাত ৩টির বিস্তারিত আলোচনার জন্য অনুরোধ করেন। বিজেআরআই এর পক্ষে ড. চন্দন কুমার নাথ, সিএসও, বিজেআরআই পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত পাট ও মেস্তার জাত ৩টির বর্ণনা করেন। এ ব্যাপারে উমাকান্ত সরকার, বিভাগীয় প্রধান, জিপিবি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর বলেন যে, পাট জাতীয় ফসলের প্লান্ট পপুলেশন চেকজাত ও প্রস্তাবিত জাতের পার্থক্য থাকা উচিন নয়। এ বিষয়ে ড, মো: জাকির হোসেন, উপপরিচালক (সীড রেগুলেশন) বলেন যে, প্লান্ট পপুলেশন যেন চেকজাত ও প্রস্তাবিত জাতের সমান অথবা সিগনিফিকেন্ট কোন পার্থক্য না থাকে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। এর উত্তরে ড. চন্দন কুমার নাথ, সিএসও, বিজেআরআইবলেন যে, মাঠ মূল্যায়নকালে প্লান্ট পপুলেশন বিষয়ে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত পাটের ২টি সারি ক) MG1 ও খ) BJC৫০০৩ যথাক্রমে বিজেআরআই তোষা পাট-৭ ও বিজেআরআই দেশী পাট-৯ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

গ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত মেস্তার ১টি কৌলিক সারি SAMU-৯৩, বিজেআরআই মেস্তা -৩ এর জাত হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য সূচী: ৫ বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের ২টি কৌলিক সারি ক) RC2-4-1-2 ও খ) N10-40(C)-1-5 যথাক্রমে বিনা ধান ১৯ হিসেবে আমন মৌসুমে এবং বিনা ধান ২০ হিসেবে আউশ মৌসুমে ছাড়করণ।

(ক) RC-2-4-1-2:

বিনার বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত কৌলিক RC-2-4-1-2 সারিটি বিনা ধান ৭ এর সাথে ভিয়েত নামের একটি উচ্চ আয়রন সমৃদ্ধ প্রজনন সারির সাথে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। প্রাথমিক পরীক্ষায় মিউট্যান্ট সারিটিতে উচ্চ আয়রন প্রাপ্তির পর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে চেকজাত ব্রি ধান ৪৯ এর সাথে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৪.৪৮ টন ও সর্বোচ্চ ফলন ৭.১৮ টন। ব্রি ধান ৪৯ অপেক্ষা ৫-৭ দিন আগে পাকে। চাল আয়রন সমৃদ্ধ (ব্রাউন চালের মধ্যে ২০.৮ পিপিএম)। উপযুক্ত

সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় বীজ তলায় বীজ ফেলা থেকে ফসল পাকা অবধি এ জাতের জীবনকাল ১২৫-১৩০ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৫.৫ গ্রাম।

উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ আমন মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুর এর ৩টি অঞ্চলের ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০ টি স্থানের মধ্যে ৮টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে এবং ২টি স্থানে বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল মতামত প্রদান করেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দু'বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের ৯টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রতা (flag leaf attitude of blade, time of heading, culm length, time of maturity, grain weight, length,decorticated grain length, shape, grain colour) পাওয়া গিয়েছে।

(খ) N_{10}-40(C)-1-5 :

বিনার বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত কৌলিক N_{10}-40(C)-1-5 সারিটি ২০১৩ সালে জাপান এটমিক এনার্জি এজেন্সী থেকে নেরিকা -১০ ধানের বীজকে ৪০ গ্রে মাত্রায় কার্বন আয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবন করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় মিউট্যান্ট সারিটি খরা সহিষ্ণু বিবেচিত হওয়ায় আউশ ও আমন মৌসুমে বৃষ্টি নির্ভর ও সরাসরি বপন (ডিবলিং) পদ্ধতিতে দেশের খরা পীড়িত ও বরেন্দ্র ও পাহাড়ী অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়। ২০১৫-১৬ আউশ মৌসুমে চেকজাত ব্রি ধান ৪৩ এর সাথে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৩.৮৪ টন ও সর্বোচ্চ ফলন ৫.০০ টন। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলে ফসল পাকা অবধি এ জাতের জীবনকাল ৯০-১০৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৩.০ গ্রাম।

উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ ~~আমন~~ আউশ মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, খুলনা ও রাজশাহীর ৫টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১২ টি স্থানের মধ্যে ১১টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে এবং ১টি স্থানে বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল মতামত প্রদান করেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দু'বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের ৮টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রতা (pubescence of blade, come diameter, number of effective tillers, awn in spikelet, grain length, shape, chalkiness, content of amylose) পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিকে তাদের প্রস্তাবিত ২টি ধানের জাতের বিস্তারিত আলোচনার জন্য অনুরোধ করেন। বিনা, ময়মনসিংহের প্রতিনিধি ড.মো: আবুল কালাম আজাদ, সিএসও পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রস্তাবিত বিনার ২টি ধানের জাতের বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত **N_{10}-40(C)-1-5** কৌলিক সারিটি স্বল্প জীবনকাল ও পাহাড়ী অঞ্চলেও চাষাবাদযোগ্য। প্রস্তাবিত **RC-2-4-1-2** কৌলিক সারিটি ব্রাউন চাউলে আয়রন ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ।

এ ব্যাপারে ড. তমাল লতা আদিত্য, সিএসও, ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত জাত ২টির সাথে ব্যবহৃত চেকজাত ব্রিধান৪৯ ও ব্রিধান ৪৩ এ এমাইলেস এর পরিমাণ উচ্চমাত্রা (>২৫%) যা বিনার প্রতিনিধি সঠিক ভাবে উল্লেখ করেন নাই।এ ছাড়া চেকজাত ব্রি ধান ৪৩ শুধুমাত্র আউশ মৌসুমে চাষযোগ্য। তাই প্রস্তাবিত N_{10}-40(C)-1-5 জাতটি শুধমাত্র আউশ মৌসুমের জন্য ছাড়করণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ড, মো: জাকির হোসেন, উপপরিচালক (সীড রেগুলেশন) বলেন যে, বিনা কর্তৃক প্রস্তাবিত চেক জাত ব্রি ধান ৪৯ ও ব্রিধান ৪৩ এর এমাইলেস এর পরিমাণ ডিইউএসএর বৈশিষ্ট্য মতে শতকরা ২৫ ভাগের বেশী। এ ছাড়া প্রস্তাবিত N_{10}-40(C)-1-5 জাতটি শুধমাত্র আউশ মৌসুমের জন্য মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত **RC-2-4-1-2** কৌলিক সারিটির বিষয়ে পরিচালক (গবেষণা) ব্রি, গাজীপুর বলেন যে, বাহ্যিক ভাবে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি সিলেট অঞ্চলের Landrace এর সাথে মিল পাওয়া যায়। তাই প্রস্তাবিত জাত ও Landrace এর সাথে মিল হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষা করা যেতে পারে। এ ব্যাপাওে ড. উমাকান্ত সরকার, জিপিবি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর বলেন যে, প্রস্তাবিত **RC-2-4-1-2** কৌলিক সারিটির শুরু থেকে উদ্ভাবনের Pedigree দেখা যেতে পারে। এ বিষয়ে ড.মো: আবুল কালাম আজাদ, সিএসও, বিনা বলেন যে, প্রস্তাবিত কৌলিক RC-2-4-1-2 সারিটি বিনা ধান ৭ এর সাথে ভিয়েত নামের একটি উচ্চ আয়রন সমৃদ্ধ প্রজনন সারির সাথে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ড. খন্দকার মো: ইফতেখারুদ্দৌলা, পিএসও, ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত কৌলিক RC-2-4-1-2 সারিটির ব্রাউন চাউলে আয়রন ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ বলা হয়েছে, যা বিজ্ঞান সম্মত নহে, কারণ ব্রাউন চাউল সাধারণত খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় না।

সিদ্ধান্ত:ক) বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের কৌলিক N10-40(C)-1-5 সারিটি, বিনা ধান ১৯ হিসেবে আউশ মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

খ) প্রস্তাবিত RC2-4-1-2 ও কৌলিক সারি ও তার Parentage (বিনা ধান ৭ ও ভিয়েতনামের প্রজনন সারি) এর নমুনা বীজ অবিলম্বে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট জমা দিতে হবে এবং প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটির সংকরায়নের প্রোগ্রাম সভাপতি ও সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ড এর নিকট দাখিল করতে হবে। (দায়িত্ব: বিনা)

গ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিজ উদ্যোগে প্রস্তাবিত জাতের সাথে বীজের বাহ্যিক আকার আকৃরিতে মিল সম্পন্ন সিলেট অঞ্চলের Landrace এর বীজ নমুনা সংগ্রহ করতে হবে এবং Landrace প্রস্তাবিত RC2-4-1-2 কৌলিক সারির মিল হওয়ার বিষয়টির একটি প্রতিবেদন পরবর্তী কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করবেন। (দায়িত্ব: এসসিএ)

আলোচ্য বিষয় ৬ : আলুর জাত ছাড়করণ উন্নয়ন ও নিবন্ধন নীতি মালা।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম ও ৮২তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিএআরসির সদস্য পরিচালক (শস্য) এর সভাপতিত্বে আলুর জাত ছাড়করণ উন্নয়ন ও নিবন্ধন নীতি মালা প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯১তম সভার আলোচ্যসূচী-(জ): বিবিধ-৩ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ব্যবহার উপযোগী আলুর জাত ছাড়করণের জন্য গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ঢাকার সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নির্ধারিত মানদন্ড আলুর জাত উন্নয়নে, ছাড়করণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি পৃথক ভাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে, যথা (১) আলুর জাত ছাড়করণ উন্নয়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি (২) প্রক্রিয়াজাতকরণ আলুর জাত ছাড়করণ উন্নয়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি (৩) খাবার আলুর জাত ছাড়করণ উন্নয়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি ।

আলোচনার শুরুতে বিএআরসির সদস্য পরিচালক (শস্য), ড. মো: আজিজ জিলানী চৌধুরী বলেন যে, আলুর জাত ছাড়করণ উন্নয়ন ও নিবন্ধন নীতিমালার ৩টি পদ্ধতি আলাদা ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সকলের মতামতের ভিত্তিতে যে কোন একটি পদ্ধতি জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা যেতে পারে। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এক মত পোষন করেন যে, খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণ আলুর গুনাগুন একত্র করে একটি পদ্ধতি- (১) "আলুর জাত ছাড়করণ উন্নয়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি" জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ড. এফ এইচ আনসারী, নির্বাহী পরিচালক, এসিআই বলেন যে, বর্তমানে ফ্রেন্স ফ্রাইএর কোন জাত না থাকায় প্রক্রিয়াজাতকরণ আলুর ফলন কমপক্ষে হেক্টর প্রতি ২৫ টনের পরিবর্তে হেক্টর প্রতি ২০ টন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: ক) খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণ আলুর গুনাগুন সমন্বিত করে "আলুর জাত ছাড়করণ উন্নয়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতিটি" জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

খ) উল্লেখিত পদ্ধতিতে শুধুমাত্র ফ্রেন্স ফ্রাই এর ক্ষেত্রে আলুর ফলন কমপক্ষে হেক্টর প্রতি ২৫ টনের পরিবর্তে কমপক্ষে হেক্টর প্রতি ২০ টন সংযোজন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৭: বিএডিসি এর নেরিকা-১ এবং Nerica Mutant বিষয়ক উপকমিটির সুপারিশমালা।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৩তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপকমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. মো: লুৎফুল হাসান, জিপিবি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়নমনসিংহের সভাপতিত্বে ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত সমূহ নিম্নরুপ:

ক) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে তাদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি প্রদান করে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক নেরিকা মিউট্যান্ট শব্দটি বাদ দিয়ে নেরিকা Pure line হিসেবে ছাড়করণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

খ) প্রস্তাবিত নেরিকা Pure line- টি ব্রি কর্তৃক আউশ মৌসুমে আরো এক বছর ডিইউএস টেস্ট ও মাঠ মূল্যায়ন সম্পন্ন করে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের মাধ্যমে ছাড়করণের ব্যবস্থা নিবে।

গ) নেরিকা Pure line- টি জাত ছাড়করণের আবেদনে কুদরত নামটি অন্তর্ভুক্ত করে ব্রি ধান . . .নম্বর (কুদরত) হিসেবে প্রস্তাব করা যেতে পারে

এ বিষয়ে সকল সদস্যবৃন্দ উপকমিটির সুপারিশ সমুহ সঠিক আছে বলে মতামত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত : বিএডিসি এর নেরিকা-১ এবং Nerica Mutant বিষয়ক উপকমিটির সুপারিশমালা সমুহ অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ।

আলোচ্য বিষয় ৮: ইনব্রিড দানা ফসলের মূল্যায়ন ও চেকজাত নির্ধারনের পূর্নাঙ্গ গাইড লাইন উপস্থাপন।

কারিগরি বীজ বোর্ডের ৮০তম ও ৮১তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২০/০৩/২০১৭ তারিখে পরিচালক, গবেষণা, ব্রি, গাজীপুর কমিটি, জাতীয় এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় ইনব্রিড দানা ফসলের মূল্যায়ন ও চেকজাত নির্ধারনের পূর্নাঙ্গ গাইড লাইন তৈরী করা হয় এবং অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়।

এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, ইনব্রিড দানা ফসলের (ধান ও গম) মূল্যায়ন ও চেকজাত নির্ধারনের পূর্নাঙ্গ গাইড লাইনটি একটি কমিটির মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে। গাইড লাইন বিষয়ে যদি কারো বিশেষ মতামত থাকে তবে আগামী ৩ দিনের মধ্যে

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট দাখিল করা যেতে পারে। যদি কোন মতামত না পাওয়া যায়, তবে বর্তমান গাইড লাইনই জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ ইনব্রিড দানা ফসলের (ধান ও গম) মূল্যায়ন ও চেকজাত নির্ধারনের পূর্নাঙ্গ গাইড লাইন কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যবৃন্দের মতামতসহ জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হবে।

আলোচ্য বিষয় ৯: বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধন ও নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র প্রদান ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯১তম সভার আলোচ্যসূচী-(ছ) এর সিদ্ধান্ত ২ মোতাবেক বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র" প্রদান ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ বিষয়ে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডকে বলা হয়েছে।

আলোচনার শুরুতে মো: আজিম উদ্দিন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন যে, বর্তমান বীজ আইনে বীজ ডিলার নিবন্ধন মহাপরিচালক, বীজ উইং এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধন ও নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র প্রদান ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার লক্ষ্যে তা জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী একমত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে ড. মো: আলহাজউদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত পরিচালক (মনিটরিং ও বাস্তবায়ন), ডিএই বলেন যে, বীজ ডিলার নিবন্ধন প্রক্রিয়া ডিএই এর উপজেলা কৃষি অফিসারের মাধ্যমে জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার এর নিকট দাখিল করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ড. এফ এইচ আনসারী, নির্বাহী পরিচালক, এসিআই বলেন যে, বীজ ডিলার নিবন্ধন প্রক্রিয়া বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্তঃ ক) বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধন ও নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র প্রদান এবং নবায়ন প্রক্রিয়া জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

খ) বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধন ও নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র প্রদান এবং নবায়ন জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এক জন প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের জেলা পর্যায়ের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি গঠিত কমিটির মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবেন।

আলোচ্য বিষয় ১০: বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন (বিএসএ) কে বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধন প্রত্যয়ন নবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯১তম সভার আলোচ্যসূচী-(জ) বিবিধ -১ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন (বিএসএ) কে বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধন প্রত্যয়ন নবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ বিষয়ে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডকে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে ড. এফ এইচ আনসারী, নির্বাহী পরিচালক, এসিআই বলেন যে, বীজ ডিলার নিবন্ধন প্রক্রিয়া বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, বীজ ডিলার নিবন্ধনের জন্য অবশ্যই বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের সদস্য হওয়া প্রয়োজন।

সিদ্ধান্তঃ বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধন ও নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র প্রদান এবং নবায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের জেলা পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে রাখার সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ১১: বিএসআরআই উদ্ভাবিত ইক্ষুর ক্লোন আই ২৯০-০৮ লাইনটি বিএসআরআই আখ ৪৬ হিসেবে ছাড়করণ।

বিএসআরআই আখ-৪৬ (আই ২৯০-০৮):

প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ-৪৬ সারিটি ২০০৬ সালে আই ৭৭-০১ ক্লোন এর সাথে আই ৬৪-৯৮ ক্লোন এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। অত:পর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ২০১৬ সালে চূড়ান্ত ভাবে বাছাই করা হয়। বিএসআরআই এর বর্ণনা মোতাবেক প্রস্তাবিত সারির কান্ড (stalk) লম্বা, সোজা ও মধ্যম আকারের এবং হলুদাভ সবুজ। পুর্ব মধ্য Conoidal আকৃতির। কান্ড মাঝারি শক্ত এবং নিরেট। পাতা ঝরার দাগ স্পষ্ট এবং গিরা ফোলা। চোখ (bud) বড় ও ডিম্বাকৃতির (Oval) এবং পরিপক্ক চোখের উপরের অংশ গ্রোথরিং (growth ring) স্পর্শ করে থাকে। ডিউল্যাপ (dewlap) ত্রিকোণাকৃতির

(triangular) এবং সবুজাব ধুসর বর্ণের । ভিতরের অরিকল (inner auricle) ডেলটয়েট ও বাহিরের অরিকল ট্রানজিশনাল-৩ (transitional 3) আকৃতির । এ জাতের ইক্ষুতে ফুল দেখা যায় । পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ হতে এ জাতের ইক্ষুতে চিনি ধারণ ক্ষমতা ক্রমশ: বাড়তে থাকে এবং জানুয়ারী মাসে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। জাতটির গড় পোল %

cane (আখে বিদ্যমান চিনির পরিমাণ) ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী ৩৯ এর চেয়ে কিছুটা বেশী। জাতটি বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু। কৃত্রিম পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এ জাতটি রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে মানদন্ড হিসেবে ব্যবহৃত ঈশ্বরদী ৩৯ এর মত লাল পচা ও স্মাট রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন।

উক্ত জাতটি ২০১৫-১৬ মৌসুমে ঢাকা. খুলনা, রংপুর ও রাজশাহীসহ ৪ টি অঞ্চলের ৫টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৫টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ১১৫.৬ টন/হে: এবং চেকজাত Isd৩৯ এর গড় ফলন ৯৩.৫ টন/হে: পাওয়া যায়। ট্রায়ালকৃত ৫টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠমূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে সকল সদস্যবৃন্দ মাঠ মূল্যায়ন দলের সুপারিশ সমুহ সঠিক আছে বলে মতামত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত: বিএসআরআই উদ্ভাবিত ইক্ষুর ক্লোন আই ২৯০-০৮ লাইনটি বিএসআরআই আখ ৪৬ হিসেবে সারা দেশে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/৩/১৭

(ড: মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড

নং-১২.৮০৬.০২২.০১.০০.০১৮.২০১১. ৬২১ তারিখ: ২৭/৩/১৭ খ্রি.
বিতরণ: অবগতি ও সদয় কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫।	সভাপতি
২।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	সদস্য
৩।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর।	সদস্য
৪।	পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।	সদস্য
৫।	পরিচালক (সরেজমিন) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৬।	পরিচালক (কৃষি) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৭।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৮।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৯।	সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
১০।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), কৃষিভবন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।	সদস্য
১১।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।	সদস্য
১২।	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -১০০০।	সদস্য
১৩।	কটন এগ্রোনামিষ্ট, তূলা গবেষণা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর।	সদস্য
১৪।	সভাপতি বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন,১৪৫ ছিদ্দিক বাজার ১ম ফ্লোর, সিটি ষ্টেইট এনএ, জীপ কোড, ১০০০, ঢাকা।	সদস্য
১৫।	জনাব ফজলুল হক সরকার (হান্নান), কৃষক প্রতিনিধি, ১৪/১ পশ্চিম আগারগাঁও, বিজ্ঞান যাদুঘর, ঢাকা।	সদস্য
১৬।	--- ।	

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ
মহা-পরিচালক, বীজ উইং ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

২৭-৩-২০১৭
(মো:ইকবাল)
পরিচালক
ও
সদস্য সচিব
কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ফোন: ৯২৬২৪৪৭,ইমেল: dir@sca.gov. b